রশীদ জামীল

ইলাইহিল ওয়াসিলা

ইলাইহিল ওয়াসিলা

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২১

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 10, UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Ilaihil Wasila
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরি

সাকাল্লাহু সারাহ, ওয়া জাআলাল জান্নাতা মাসওয়াহ।

১০ নভেম্বর ২০১৯ ওয়েস্টার্ন টাইম রাত ২টা ২২ মিনিট। বসে বসে *ওয়াসিলা* লিখছি। লিখছি মানে শুরু করেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে ফেসবুক মেসেঞ্জারে ভেসে এল একটি টেক্সট মেসেজ। সিলেটের কানাইঘাট থেকে মেসেজটি পাঠিয়েছেন বদরুল ইসলাম আল ফারুক। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইলাম। ঝাপসা হয়ে এল চোখ দুটি। মেসেজটি হুবহু তুলে ধরছি,

> *একটা স্বপ্ন দেখলাম কালকে। অনেক মানুষের সামনে আপনে বলতেছেন, আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরি হুজুরের কাছে এই মাসআলাটা পড়েছি। মাসআলাটা কী, ঘুম থেকে জাগার পর ভুলে গেছি।*

বায়মপুরির ইনতিকাল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে, আমার জন্মসাল ১৯৭৫। সংগত কারণেই তাঁর দারসে বসার সৌভাগ্য হয়নি আমার। প্রিয়জন বদরুল ইসলাম আল ফারুকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি জানি না। জানতে চাইও না। বায়মপুরির কাছে আমি মাসাইল শিখছি, ব্যাপারটি কল্পনা করতেও ভালো লাগছে। হোক না সেটা অন্য কারও স্বপ্নেই।

কৃতজ্ঞতা

হাফিজ মাওলানা নুমান আহমদ।

আকাইদ-সংশ্লিষ্ট লেখালেখির জন্য হাতের কাছে কিতাবাদি না থাকলে মুশকিল। ইন্টারনেটে দলিল ঘাঁটতে লাগে। অনলাইনের ওপর আস্থা রাখাও ঝুঁকিপূর্ণ। যতক্ষণ-না আইনে কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়, নিশ্চিত হওয়া যায় না। কাজটা বেশ কঠিন। আর এই কঠিন কাজে বরাবরই কাছে পাই তাকে। *ওয়াসিলার* জন্যও মাওলানা নুমানকে অনেকগুলো রাত নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে। জাজাহুল্লাহু খাইরান।

আবুল কালাম আজাদ।

পাণ্ডুলিপি তার হাওলা করে দেওয়ার পর অনেকটা নির্ভার হয়ে বসে থাকা যায়। প্রুফিং এবং এডিটিংয়ের বিরক্তিকর কাজটা তাকেই করতে হয়। কৃতজ্ঞতা আবুল কালাম আজাদ এবং কালান্তর টিম। আল্লাহপাক *ইলাইহিল ওয়াসিলা*কে সবার জন্য নাজাতের ওয়াসিলা হিশেবে কবুল করুন।

সূচি

ভূমিকা ১১

ওয়াসিলা মানে কী ১৩

কার ওয়াসিলা নেওয়া যাবে ১৩

বুনিয়াদি ত্রিনীতি ১৭

ওয়াসিলার অন্তঃনিহন ১৯

ওয়াসিলা লাগবে কেন ২০

সরাসরি ডায়াল ২৩

স্থানের পরিবর্তনে ২৪

কালের পরিবর্তনে ২৫

ব্যক্তির পরিবর্তনে ২৫

কালোজিরা ২৭

মধু ২৮

দুআ কীভাবে কবুল হয় ২৯

দুআ কবুলের পদ্ধতি ৩০

আল কুরআনে ওয়াসিলা ৩২

বুকে কেন জড়ালেন ৩৫

আলহামদুলিল্লাহ ৩৬

আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম ৩৭

ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফিহি ইলাল্লাহ ৩৮

কুরআন-হাদিসে ওয়াসিলা শব্দ ৩৯

কুরআনে ওয়াসিলা ৩৯

হাদিসে ওয়াসিলা ৪১

একটি সংশয় ৪১

ওয়াসিলা কার হবে ৪৩

ওয়াসিলা ও ইসতিমদাদ ৪৫

ইসতিমদাদের প্রকৃতি ৪৭

আল্লাহর সিফাতের ওয়াসিলা ৪৯

নেক আমলের ওয়াসিলা ৫১

সবরের সহিহ নিয়ম ৫৩

মসিবত কাকে বলে ৫৪

গুহা ও পাথরটি ৫৬

জান্নাতের পড়শি ৫৯

ব্যক্তির ওয়াসিলা ৬০

নবিজির ওয়াসিলা, জন্মের আগে ৬১

হাদিস নিয়ে আপত্তি ৬৩

প্রসঙ্গ : রাব্বানা জালামনা ৬৫

রু'ইয়াতুল্লাহ : নবিজির আল্লাহ দর্শন ৬৯

ইদরাক ও রু'ইয়াত ৭৭

ওয়াসিলা ইয়াহুদিদের কাজ ৭৮

নবিজির জীবদ্দশায় জাতে নবুওয়াতের ওয়াসিলা ৮১

সাহাবি গায়রে সাহাবি ফারাক ৮৪

সাহাবিগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে কেন ৮৫

ওয়াসিলার নির্দেশনা ৮৬

নবিকে দিয়ে দুআ করানো ৮৭

ইনতিকালের পর নবিজির ওয়াসিলা ৮৮
আব্বাসের ওয়াসিলা কেন ৮৯
কবরপাড়ে দুআ ৯১
কবরপাড়ের কাহিনি ৯২
ঘটনা দুই ৯৪
অন্যান্য নবির ওয়াসিলা ৯৭
অলি-আউলিয়ার ওয়াসিলা ৯৯
রিজিক বৃদ্ধির ওয়াসিলা ১০১
বস্তুর ওয়াসিলা ১০২
নবিজির আংটি ১০২
পানির মশক ১০৩
নবিজির থুথু মুবারক ১০৩
হাতের বরকত ১০৪
আঙুলের বরকত ১০৬
ঘামের বরকত ১০৭
নবিজির জামা ১০৭
নবির চুল ১০৭
মুআবিয়ার কাণ্ড ১০৮
খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের টুপি ১১০
ইবনু উমরের নামাজ ১১১
অলৌকিক সেই সিন্দুক ১১৩
কবরের পাশে যাওয়া, কবর জিয়ারত করা, সেখানে নামাজ পড়া, কবরের পাশে কবরওয়ালাকে ওয়াসিলা বানিয়ে দুআ করা... ১১৫
কবরে ছিদ্র করা ১২২
কবরের পাশে সিজদা করা ১২৩
কবর ও জান্নাত ১২৩
কবরকেন্দ্রিক শিরক ১২৫

তাবিজ ১২৬

হিপনোটিজম ১২৯

হ্যালুসিনেশন ১৩০

আকুপাংচার ১৩১

মেডিটেশন ১৩১

ওয়াসিলা ও আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ ১৩৪

ইমাম মালিক ১৩৪

ইমাম শাফিয়ি ১৩৪

ইমাম তিরমিজি ১৩৫

হাসান ইবনু ইবরাহিম খাল্লাল ১৩৫

ইমাম আহমাদ ১৩৬

আল্লামা সুবকি ১৩৬

আল্লামা কাসতালানি ১৩৭

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ১৩৭

আশরাফ আলি থানবি ১৩৭

খলিল আহমাদ সাহারানপুরি ১৩৭

ওয়াসিলা-সংক্রান্ত কিছু বিভ্রান্তির নিরসন ১৩৯

ভূমিকা

ওয়াসিলা মানে জরিয়া। জরিয়া মানে মাধ্যম। মানে Equipment, Instrument, Ingredient, Material। ওয়াসিলা মানে কার্যসম্পাদনের সাধনা, মানে লক্ষ্যে পৌঁছার সহায়িকা, উদ্দেশ্য হাসিলের উপকরণ। ওয়াসিলা মানে বড় কারও কাছে পৌঁছতে অথবা বড় কিছু অর্জন করতে কোনো উপায় অথবা কারও সহায়তা নেওয়া।

আজকাল 'ওয়াসিলা' নিয়ে সমাজে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। অতি ইমানদার একটা সম্প্রদায় মুসলমানদের বোঝানোর চেষ্টা করছে ওয়াসিলা শিরকের অন্তর্ভুক্ত! কিছু চাইলে সরাসরি আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে, কোনো মাধ্যমে নয়।

ওয়াসিলা ফরজ-ওয়াজিবের পর্যায়ের কোনো বিষয় ছিল না। এটি আকাইদের অপরিহার্য কোনো অনুষঙ্গ হিশেবেও গণ্য হয়নি। আমরা কখনো বলিনি ওয়াসিলা লাগবেই। বিনা ওয়াসিলায় দুআ করা যাবে না। আমাদের কাছে ওয়াসিলার অবস্থান জায়িজ ও মুসতাহাব পর্যায়ের বিষয় ছিল। যে কারণে তা নিয়ে বইপুস্তক রচনার দরকার পড়েনি। কিন্তু এই সময়ে এসে, ওই যে বললাম অতি ইমানদার-সম্প্রদায়ের কথা, যাদের কাজ হলো ঘিয়ে কাঁটা বাছা, তারা যখন ওয়াসিলাকে নাজায়িজ ও শিরক বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করে, তখন বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলার দরকার পড়ে।

শুরুতেই বলে রাখা ভালো, ওয়াসিলার আরেক নাম তাওয়াস্সুল। ওয়াসিলা আর তাওয়াস্সুল একই অর্থ বহন করে। সুতরাং আলোচনায় কখনো ওয়াসিলা, কখনো তাওয়াস্সুল শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখলে সন্দিহান হওয়ার দরকার নেই।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক, জুন ৫, ২০২১
rjsylbd@gmail.com

হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো
এবং তাঁর দিকে ওয়াসিলা তালাশ করো।
—সূরা মায়িদা : ৩৫

ওয়াসিলা মানে কী

ওয়াসিলা বা তাওয়াস্সুলের মানে হলো, ما يتوصل الى الشيء অথবা ما يتقرب به الشيء যা উদ্দেশ্যের কাছাকাছি নিয়ে যায় অথবা উদ্দেশ্য হাসিলের জরিয়া হয়। অর্থাৎ, যার দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের কাজটি সহজ হয়, সেটিই ওয়াসিলা। এটি ওয়াসিলার শাব্দিক অর্থ। ওয়াসিলার পারিভাষিক ব্যাখ্যা হলো,

التقرب بدعاء النبيين والصالحين أو أولياء بجاههم وبحرمتهم أو العبادات كالصلاة والصيام والزكاة

নবিগণ ও সালিহিনের দুআ অথবা আউলিয়াদের মর্যাদার ওয়াসিলায় (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করা। অথবা নামাজ, রোজা, জাকাত তথা ইবাদতের ওয়াসিলায় দুআ করা; সাওয়াউন কানা ফি হায়াতিহিম আও বাদা ওয়াফাতিহিম; হতে পারে তাঁদের জীবদ্দশায় অথবা তাঁদের মৃত্যুর পরে।

কার ওয়াসিলা নেওয়া যাবে

আল্লাহর সিফাতের?

বিশেষ ব্যক্তির?

কোনো বস্তুর?

আমলের?

আমলের ওয়াসিলার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। জীবিত ব্যক্তিকে দিয়ে দুআ করানোতেও কাউকে আপত্তি করতে শোনা যায় না। বিশেষ বস্তুর ওয়াসিলাও স্বীকৃত। কিছু লোকের আপত্তি মৃত ব্যক্তির ওয়াসিলা নিয়ে। তাদের দাবি হলো, মৃত কারও ওয়াসিলা নেওয়া যাবে না; এটা শিরক। এই শ্রেণির কাছে আমড়া আর আঙুরে কোনো ব্যবধান নেই। এদের কাছে মানুষ মারা গেলে সবাই সমান। অন্তত তাদের দাবি সেটাই প্রমাণ করে। চলুন দেখা যাক মানুষ সবাই সমান কি না।

মৃত দুই প্রকার : এক প্রকার হলেন সাধারণ মৃত। এই শ্রেণিতে আছেন প্রায় সকল মানুষ। আরেক প্রকার বিশেষ মৃত। মানে জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি এক অবস্থা। এর মানে, দুনিয়ার হিশেবে তাঁরা মৃত কিন্তু আসলে জীবিত। শহিদগণ ও সোয়ালাখ আম্বিয়ায় আলাইহিমুস সালাম হলেন বিশেষ মৃত। তাঁরা তাঁদের কবরে জীবিত অবস্থায় নামাজরত আছেন। এ বিষয়ে হায়াতুন নবি ﷺ-সংক্রান্ত বই *মমাতি*তে প্রমাণাদিসহ দালিলিক আলোচনা করা হয়েছে। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য *মমাতি* দেখা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, মৃত কারও ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা যাবে কি না? আজ থেকে ২০ বছর আগে হলে এক শব্দে 'যাবে' বলে উত্তর দেওয়া যেত। কেউ কোনো প্রশ্ন করত না। কিন্তু যুগ এখন আহাফি, মমাতি নামের রহমতের ফেরেশতাদের! সুতরাং এককথায় জবাব দিলে হবে না। দলিলসহ ব্যাখ্যা বলা লাগবে।

আহাফি-মমাতিকে 'রহমতের ফেরেশতা' বলায় খটকা লাগছে? ওয়াসিলায় যাওয়ার আগে তাদের রহমতের ফেরেশতা বলার বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া যাক।

সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি কমন কিছু হাদিসের পেছনেই আলিমগণ জীবন পার করে দিচ্ছেন। 'কমন' শব্দ ব্যবহারের ফলে কেউ যেন আবার এহানতে হাদিসের ফাতওয়া লাগিয়ে না বসেন। কমন বলতে ফজিলতের সাধারণ হাদিসগুলো বোঝানো হয়েছে।

দোষারোপ করছি না। আলিম হলেও তাঁরা মানুষ; আর মানুষের সাধারণ স্বভাব হলো দুইটা : একটা আদত, অন্যটা মাজবুরি। সহজ বাংলায় বললে একটা গতানুগতিক স্বভাব, অন্যটা বাধ্যবাধকতা। মানুষের কাছ থেকে তাঁর সেরাটা তখনই বেরিয়ে আসে, যখন সে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে বা বাধ্য হয়।

আলিমগণ জান্নাতের আরাম এবং জাহান্নামের আজাবের ওয়াজ করে করে ভালোই ছিলেন। লোকজনকেও ভালোর দিকে এনেছেন। ডানে-বামে তাকানোর দরকার ছিল না। ইখতিলাফি মাসআলা-মাসায়িল সামনে এনে সেগুলোর জবাব দিয়ে সাধারণ মানুষের মাথা নষ্ট করার খামাখা কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটি একটি ভালো ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই ভালোর বিপরীতে সয়ংক্রিয়ভাবে একটি ব্যাপার ঘটছিল। হাদিসের কিতাবাদিতে হাজার হাজার হাদিস অনালোচিত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখানে লুকিয়ে থাকা নবিজির ভালোবাসার মুক্তোগুলো

নীরব নিঃশ্বাস ফেলছিল। আহলে হাদিস ফিরকা বা আহাফিদের উৎপাত শুরু না হলে সেই হাদিসগুলো আড়ালেই থেকে যেত। কোনোদিন সেগুলো দেখাই হতো না, আলোচনায়ও আসত না।

ওরা একটার পর একটা বিকৃত মাসআলা দিতে থাকলে আলিমগণ নড়েচড়ে বসেন। হাদিসের কিতাবাদি খুলতে থাকেন। ওরা যখন তাদের খেয়ালখুশিকে সহিহ হাদিসের মোড়কে বাজারজাত করতে লাগল, আলিমগণের কপালে ভাঁজ পড়ল। কিতাবের সবগুলো পাতা ওলটাতে লাগলেন। ওরা যখন হাজার বছরের ইমানদারদের পত্রপাঠ মুশরিক বানানোর মিশন নিয়ে টেলিভিশন নামক মেশিনে কাজ শুরু করল, টনক নড়ল আলিমদের। এবং একসময় ওরা টেলিভিশন নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা আরম্ভ করলে আলিমদের মনে হলো আর বসে থাকার সময় নেই। মুসলমানদের ঘরগুলো উজাড় হয়ে যাওয়ার আগেই হাল ধরতে হবে। এর আগে যে কিতাবের নামটাই ভালো করে পড়ে দেখেননি; দেখা গেল দলিল খুঁজতে গিয়ে সেই কিতাবের সকল হাদিস একটা একটা করে ব্যাখ্যাসহ পড়ছেন।

মমাতিরা আল্লাহর নবিকে কবরে জিন্দা মানে না। এরা যখন উৎপাত শুরু করল, আলিমগণ হায়াতুন নবি-সংক্রান্ত হাদিসগুলো খুঁজতে লাগলেন। হায়াতুন নবি ﷺ-সংক্রান্ত এতশত হাদিস হয়তো ছুঁয়েও দেখা হতো না, যদি-না মমাতিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত।

কাদিয়ানিরা বেইমানির ধান্দা শুরু না করলে, মির্জা গোলাম কাদিয়ানি নবুওয়াতের দাবি না করলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ শুধু 'মা-কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির-রিজালিকুম' এবং 'আনা খাতামুন নাবিয়্যিন, লা নাবিয়্যা বা'দি'—এই দুই দলিলেই জীবনটা পার করে দিতেন। ওদের ভণ্ডামি শুরু হওয়ায় খতমে নবুওয়াতের পক্ষের শত শত হাদিস সামনে আসছে।

সুতরাং আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই, আহাফি-মমাতিসহ অন্যান্য বাতিল ফিরকা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একধরনের রহমত। যদিও তাদের বাড়াবাড়ি ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণায় অনেক মুসলমান পথভ্রষ্ট হচ্ছে, চেষ্টা চলছে তাদের আবারও ফিরিয়ে আনতে। তবু তাদের কারণেই উম্মতের আলিমগণের ইলমি জাগরণ। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা যায় যে, সুস্থতা যেমন আল্লাহর নিয়ামত, অসুস্থতাও এক ধরনের নিয়ামত। আমরা চাইব না আল্লাহ আমাদের অসুস্থতার নিয়ামত দান করুন।

এক পাগল খেপে গিয়ে আরেকজনকে পেছন থেকে পিঠের মাঝ বরাবর লাথি

দিয়ে বসে। লোকটির মেরুদণ্ডের হাড্ডি ছিল বাঁকা। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। পাগলের লাথিতে তার মেরুণ্ডের হাড় সোজা হয়ে গেল। লোকটি পাগলকে বলল, 'থ্যাংক ইউ ভাই। যে কারণেই লাথি মেরে থাকিস না কেন আমার উপকারই হয়েছে। আয়, এক কাপ চা পান করে যা!'

আলিমগণের উচিত আহাফি-মমাতিদের বলা—'আয় ভাই, এক কাপ চা পান করে যা!'

বুনিয়াদি ত্রিনীতি

ওয়াসিলার ব্যাপারে মৌলিক তিনটি কথা প্রথমেই সামনে রাখা দরকার—ওয়াসিলা, হতে পারে কোনো বস্তুর, কোনো নেক আমলের অথবা কোনো ব্যক্তির।

নেক আমলের ওয়াসিলা নিয়ে যেহেতু কারও আপত্তি নেই। মোটামুটি সবাই স্বীকার করেন, নেক আমলের ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা যাবে। সুতরাং এটি নিয়ে খুব কিছু না বললেও চলে। তবু কথার স্বার্থে কিছু কথা হবে। বস্তু ও ব্যক্তির ওয়াসিলা নিয়ে একশ্রেণির মানুষের আপত্তি আছে। ফলে মূল ফোকাসটা এখানেই দরকার হবে।

প্রথমে আলোচনা করা যাক ব্যক্তির ওয়াসিলা নিয়ে। আপত্তিটা এখানেই বেশি। সংগত কারণেই এ কথা আর বলার দরকার নেই যে, এখানে ব্যক্তি মানে নবি ও আল্লাহর নেক বান্দারা। কোনো মানুষই কোনো খারাপ বা বদ-আমলদারের ওয়াসিলা নেয় না।

ব্যক্তির ওয়াসিলার বিষয়ে প্রথমেই তিনটি মৌলিক কথা বোঝা দরকার। ব্যক্তি পর্যায়ের ওয়াসিলার অনেক শাখা-প্রশাখা থাকলেও এই তিনটাকে মূল বলা যায় :

১. কোনো নবি বা অলির ওয়াসিলা; তাঁদের জন্মের আগে।

২. কোনো নবি বা অলির ওয়াসিলা; তাঁদের জীবদ্দশায়।

৩. কোনো নবি বা অলির ওয়াসিলা; তাঁদের মৃত্যুর পরে।

জন্মের আগে ওয়াসিলা এবং মৃত্যুর পরের ওয়াসিলা একটি গুরুগম্ভীর বিষয়। সেখানে পরে আসি। আগে জীবিতদের ওয়াসিলা নিয়ে কথা হোক।

কারও জীবদ্দশায় তার ওয়াসিলার মানে হলো তাকে দিয়ে দুআ করানো। এভাবে দুআ করানোর ওয়াসিলাকে তারাও জায়িজ বলেন, যাদের কাছে ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়াসিলা শিরক!

কোনো আমলের ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া; এমন ওয়াসিলাকে তারাও বলেন জায়িজ, যাদের কাছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর ওয়াসিলা শিরক,

নাজায়িজ এবং ইয়াহুদি ও মুশরিকদের কাজ। আমলের ওয়াসিলা তাদের কাছে ইমান; কিন্তু নবির ওয়াসিলা শিরক!

আজিব তাদের বোধ!

আজিব তাদের মুসলমানিত্ব!

আজিব তাদের ইমানদারির কারিশমা।

আমল ও জাতে মুহাম্মাদকে[১] তুলনা করলে... নামাজের কথাই যদি ধরি। একশ হাজার নামাজ একদিকে রাখা হোক, অন্যদিকে জাতে মুহাম্মাদ। কোনটি উত্তম?

অবশ্যই জাতে মুহাম্মাদ ﷺ।

কারণ,

—আমলে রিয়া বা লোকদেখানোর ব্যাপার থাকতে পারে; কিন্তু জাতে মুহাম্মাদিতে রিয়ার কিছু নেই।

—আমলে বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে; নবির অস্তিত্বে উম্মতের মুক্তির উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

—আমল আল্লাহর কাছে কবুল হতে পারে আবার না-ও হতে পারে; কিন্তু জাতে নবুওয়াত শতভাগ মাকবুল।

তাহলে যারা আমলের ওয়াসিলাকে জায়িজ মানেন, তারা নবির ওয়াসিলাকে নাজায়িজ বলার আগে কারও ইমানের আয়নায় গিয়ে নিজের বিবেকের চেহারাটা একবার দেখে আসেন না কেন?

এখানে বতৌরে তায়িদ আরেকটি কথা বলি। বান্দার যেকোনো আমল আল্লাহর কাছে কবুল হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। এটা সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বান্দা যখন নবির শানে দুরুদ পড়ে, যত বড় গুনাহগার বান্দাই হোক, তার দুরুদ নবির কাছে পৌঁছায়। বান্দা বলে,

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ'

হে আল্লাহ, নবিজির ওপর আমার দুরুদটুকু পৌঁছে দাও।

আল্লাহ একঝাঁক ফেরেশতা রেখেছেন যাঁদের কাজই হলো, যে যেখান থেকেই নবির ওপর দুরুদ পড়বে, তাঁরা সেই দুরুদ নবির কদমে পৌঁছে দেবেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

[১] জাতে মুহাম্মাদ মানে নবিজির সত্তা।

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام

নিশ্চয় জমিনে ভ্রমণকারী আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা আমার কাছে আমার উম্মতের সালামগুলো পৌঁছে দেন।[২] আর আল্লাহ যেহেতু ফেরেশতাদের ভুল করার বা ভুলে যাওয়ার দুর্বলতাই দেননি, সুতরাং কাজে ত্রুটির প্রশ্নই আসে না।

ওয়াসিলার অন্তঃনিহন

ওয়াসিলা বা তাওয়াস্সুলের হাকিকত অনেকের কাছে পরিষ্কার না থাকায় তাঁরা ওয়াসিলাকে শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হন না; শিরক পর্যন্ত বলে বসেন! কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহর দিকে ওয়াসিলা তালাশ করো।' হাদিসে নবিজি তাঁর সাহাবিকে শিখিয়েছেন কীভাবে জাতে নববির ওয়াসিলা নিয়ে দুআ করতে হয়। তবু যারা এমন আকিদা রাখে, আল্লাহ তাদের সুমতি দান করুন, যেন তারা অনুধাবন করতে পারে ওয়াসিলাকে শিরক বললে ধাক্কাটা ঠিক কোথায় গিয়ে লাগে!

সব মানুষ সমান নয়। কেউ কেউ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয় অনেক গাঢ়। আল্লাহর কাছে যে যত প্রিয় হয়, তার ওপর তত বেশি রহমত বর্ষিত হতে থাকে। তেমন কারও ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করার নাম ওয়াসিলা। 'হে আল্লাহ, অমুক ব্যক্তি তোমার অনেক প্রিয় বলে আমার ধারণা। তার ওয়াসিলায় আমার দুআ কবুল করো।' এভাবে দুআ করলে দ্রুত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আমরা যারা ওয়াসিলাকে স্বীকার করি; বরং এভাবেও বলা যায়, আমরা যারা কুরআন-হাদিসের পরিষ্কার নির্দেশনার আলোকে ওয়াসিলাকে স্বীকার করি, কেউ কিন্তু বলি না দুআতে কারও-না-কারও ওয়াসিলা নিতেই হবে। আমরা ওয়াসিলাকে জরুরি বলি না; বরং একটি জায়িজ ও মুসতাহাব কাজ বলি। কেউ করলে ভালো, না করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু যারা ওয়াসিলাকে শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন না; বরং বলতে বলতে শিরক, বিদআত এমনকি ইয়াহুদি-নাসারাদের কাজ পর্যন্ত বলে বসেন, তাদের অত্যাচার থেকে উম্মতকে বাঁচাতে ওয়াসিলা নিয়ে কথা বলতে হয়। না-হলে একটি মুসতাহাব বিষয় নিয়ে এত কথা বলার দরকার ছিল না।

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ১২৮২।

ওয়াসিলা লাগবে কেন

আল্লাহ আমাদের কাছেই আছেন। আল্লাহর দরজা সর্বদা খোলা। আল্লাহকে যা বলার সরাসরি বলা যায়—সুযোগ আছে। যা চাওয়ার সরাসরি চাওয়া যায়—ব্যবস্থা আছে। তাহলে আবার ওয়াসিলা লাগবে কেন? সরাসরি চাওয়া গেলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্যের মাধ্যম ধরার দরকার কী?

এভাবে একটা ভূমিকা দাঁড় করিয়ে তারা বলে, এ ছাড়া ওয়াসিলা সরাসরি কুরআনের খেলাফ। আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবি, আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চায়, আমি কোথায় আছি? তাদের বলে দেন, আমি কাছেই আছি।'

—আল্লাহ কত কাছে?

—তাদের ঘাড়ের শাহরগ থেকেও কাছে। তারা যখনই আমাকে ডাকে, আমি সাড়া দিই। আল্লাহ আমাদের এত কাছে এবং সরাসরি শুনেন, তাহলে ওয়াসিলা লাগবে কেন?

আপাতদৃষ্ট যুক্তিসংগত প্রশ্ন। এমন আরও কিছু বাহ্যদৃষ্ট আকর্ষণীয় যুক্তি আছে তাদের কাছে, যেগুলো সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে খুব সহজেই বিশ্বাস করানো যায় যে, ওয়াসিলার কোনো দরকার নেই; বরং এটি একটি ফালতু কাজ!

তাদের এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে কয়েকটি প্রশ্ন তাদেরও করতে চাই। তারা যে জবাব দেবে, সেই একই জবাব তাদের প্রশ্নের জবাবেও পুরোপুরি ফিট করে নিতে বলব—

১. আল্লাহ চাইলে মা-বাবা ছাড়াই সন্তান দিতে পারেন। তাহলে মা-বাবার মাধ্যম লাগছে কেন?

২. আল্লাহ বান্দার জন্মের ৫০ হাজার বছর আগে তার রিজিক তৈরি করে রেখেছেন। তাহলে সেই রিজিক একসঙ্গে বা সময়মতো দিয়ে দিলেই